ঝিনাইদহে স্বতন্ত্র প্রার্থী ঈগল প্রতীকের জোর প্রচার প্রচারণ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-২ আসনের প্রার্থীদের চলছে প্রচার প্রচারণা। ভোট প্রার্থনা করতে গ্রামে গ্রামে ছুটছেন প্রার্থীরা। পাড়া-মহল্লা, গ্রাম-গঞ্জে ভোটারদের সাথে চলছে গণসংযোগ। ঝিনাইদহে স্বতন্ত্র প্রার্থী ঈগল প্রতীকের নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলের নির্বাচনি পথসভায় ভোটারদের গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি পাড়ায় মহল্লায় সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকায় গণসংযোগ করছেন।

আজ মঙ্গলবার বিকালে সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গা হাইস্কুল মাঠে এক পথ সভায় বক্তব্য রাখেন তিনি।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরণ, কালীচরণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম ও তার ছোট ভাই প্রজ্জ্বলসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা। পরে শহরে ঈগল পাখি মার্কায় ভোট চেয়ে নির্বাচনী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও সন্ধ্যায় সদর উপজেলার বাসুদেবপুর বাজারে নির্বাচনী পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আগামী ৭ জানুয়ারী ঈগল পাখি মার্কায় সকলের নিকট ভোট প্রার্থনা করেন।

পরিবর্তন ও চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে ঈগল প্রতীকে ভোট দিন

চুয়াডাঙ্গা -১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার ঈগল প্রতিকের বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার

দামুড়হুদা কাঁঠাল তলায় ঈগল প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাঁঠাল তলায় চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নূর হাকিম এর ঈগল মার্কার নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী ও জাতীয় দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক নূর হাকিম।

এসময় তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তিনি সবাইকে নিয়ে একটা অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন চান। যার কারনে এবারের নির্বাচনে সবাইকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন, এর জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানায়। আমি যদি এমপি হতে পারি তাহলে এমপি হয়ে নয় সেবক হয়ে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের মানুষের বেকার সমস্যা দূর করা হবে। একজন এমপি কে কোটি কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়। আমি চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বেকার জনগোষ্ঠীর কাজের ব্যবস্থা করবো। এই আসনে কেউ বেকার থাকবে না। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র সরকার সাধারণ জনগণের জন্য প্রচুর পরিমানে বাজেট দেয়। প্রচুর ভাতা প্রদান করা হয়। সরকার এতো পরিমানে মানুষের জন্য বরাদ্দ দেয় যে, সঠিক ভাবে যদি তা মানুষের মাঝে দেওয়া হতো তাহলে মানুষের কষ্ট থাকতো না। এসব না করে মানুষকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। সংসদ সদস্য হতে হলে দেশপ্রেম থাকা লাগে। প্রতারণা করার জন্য আমি আপনাদের সামনে আসিনি। আপনারা যদি বেকার এলাকা মুক্ত চান, আপনারা যদি প্রতারণা মুক্ত এলাকা চান তাহলে আমার ঈগল মার্কায় ভোট দিয়ে এলাকার মানুষের কাজ করার সুযোগ করে দিন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নূর হাকিম এর ঈগল প্রতীকের বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঈগলের হাউলী ইউনিয়ন নির্বাচনী অফিসের উদ্যগে কাঁঠাল তলায় একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভাটি শুরু হলে কিছু ক্ষনের মধ্যে তা জনসভায় পরিনত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক জাহাঙ্গীর আলম, হাউলী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও গ্রাম থেকে আসা আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্র লীগের নেতাকর্মী ও ঈগল প্রতীকের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে ঈগল প্রতীকের মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে স্বতন্ত্র ঈগল প্রতীক প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার নির্বাচনি মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে উপজেলার মুন্সিগঞ্জ মদনবাবুর মোড় থেকে জেহালার হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত নির্বাচনি ঈগল প্রতীকের মিছিল করেন নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মদনবাবুর মোড়ে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় নেতা-কর্মীরা বলেন, দিলীপকুমার আগরওয়ালা এ আসনের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ভোটের মাঠে যুদ্ধ করছে। আমরা তাকে বিজয় করার জন্য মাঠে লড়ে যাচ্ছি। ইনশাল্লাহ বিজয় নিশ্চিত হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দোবেন্দ্র নাথ দোবে বাবু লাল, হিরা লাল, নবুল, জনি মেম্বার, আরিফুর রহমান নয়ন, লিটন চৌধুরী, লাভলু চৌধুরী, বিমান, তিতুমীর, হাসিবুল মেম্বার, সুমন, বাবন, আলমগীর, শামীম, আজিজ, ইলা মেম্বার, তুষার, মামুন, শান্তি, আরিফ, বাবু, সোহেল, মাসুদ, মুক্তার, রহিম, মজনু, রকিবুল, আ:রহিম, জ্বালাল প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় ঈগল প্রতীকের মিছিল ও পথসভা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র (ঈগল) প্রতিকের প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার নির্বাচনি মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলা মঞ্চ থেকে ঈগল প্রতিকের মিছিলটি বের শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পৌর এলাকার আলতায়েবা মোড়ে পথসভা করেন। এর আগে, বিকেল ৩ টা থেকে উপজেলা ও পৌর এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে স্লোগানে স্লোগানে উপজেলা মঞ্চ প্রাঙ্গণে একত্রিত হয় দিলীপকুমার আগরওয়ালার পক্ষের সাধারণ ভোটারা। স্লোগানে মুখরিত হয়ে পড়ে পুরো শহর। মিছিলে অংশ নেয় শত শত নারীরাও।

এসময় জেলা ও উপজেলা আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরাও মিছিলে অংশ নিয় পরে পথসভায় যোগদান করেন । ঘন্টা ব্যাপী পথসভায় আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা বক্তব্য রাখেন। দিলীপকুমার আগরওয়ালার ঈগল প্রতিকে বিজয়ের লক্ষ্যে ঐক্যমত প্রশোন করেন নেতা-কর্মীরা ও ভোটারবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র ঈগল প্রতিকের প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আমি আপনাদের সন্তান, আমার নাম দিলীপ। আমার কাছে কোন ধর্ম, জাতির ভেদাভেদ নেই। আগেও ছিল না, এখনো নেই। আমার রক্ত লাল আপনার রক্তও লাল। যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি তখন হিন্দু কিংবা

মুসলমান ধর্মের পার্থক্য থাকে না। থাকে না কোন ভেদাভেদ আমার একটাই পরিচয় আমি আপনাদের সন্তান।

তিনি আরো বলেন, আমি এই চুয়াডাঙ্গা জেলায় জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বাবা-দাদার সিনেমাহল ব্যবসা থাকার সুবাধে আপনাদের অনেকের সাথেই দীর্ঘদিনের পরিচয়। আলমডাঙ্গার মানুষ যে কষ্টে আছে, উপস্থিত বক্তাদের বক্তব্যে আমি বুঝতে পেরেছি। একটা কথা- আপনাদের ভোট আপনারা দিবেন, যাকে খুশি তাকে দিবেন। যদি আপনারা মনে করেন দিলীপ আপনাদের ভাই কিংবা বন্ধু অথবা সন্তান মনে করেন, তাহলে আগামি ৭

জানুয়ারি ঈগল মার্কায় ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন। আমি যদি আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারি, তাহলে আলমডাঙ্গার মানুষের সু-চিকিৎসার জন্য আর বাইরের জেলায় যেতে হবে না। শিক্ষার জন্যও এ জেলা তথা আলমডাঙ্গার মানুষ বাইরে লেখাপড়া করতে যেতে হবে না। আলমডাঙ্গাতে গড়ে তোলা হবে উন্নতমানের হাসপাতাল ও ইউভার্সিটি।

দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আলমডাঙ্গার প্রতিটি ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সম্মত চিকিৎসা সেবা নেই। আমি আপনাদের সমর্থনে ভোটে নির্বাচিত হই, তবে আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা স্মার্ট হিসেবে গড়ে তুলবো।

নির্বাচনী মিছিল ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ সামসুল আবেদিন খোকন, সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুল মালেক, সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য অ্যাডভোকেট শফি, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাউসার আহম্মেদ বাবলু, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি মতিয়ার রহমান ফারুক, ভাইসচেয়ারম্যান ও উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সালমুন আহম্মেদ ডন, সাবেক খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রেজাউল হক তবা, কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ রানা মন্ডল, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী আফরোজা পারভিন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেত্রী কাজী মারজাহান নিতু, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সামিম, খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাফিজুর রহমান বাবলু। এছাড়াও আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, সাধারণ সম্পাদক কাজী চন্দন, হৃদয়, সজিব, টিটন, সাব্বির, তপু, নিপ্পন,

সাইদ, মিলু, নয়ন, জিবন,রুবেল, জিবন প্রমূখ।